সুভাষ মুখোপাধ্যায়





প্রশান্ত ভট্টাচার্য
সারস্বত লাইব্রেরী
২০৬, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৬

প্রচ্ছদ-শিল্পী
দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

বৈশাখ—১৩৫৭

দেড়টাকা

মুদ্রাকর
শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
সারস্বত প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২০৬, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৬

সূচীপত্র

'চিরকুট' প্রকাশ করতে গিয়ে ক'টি কথা বলা আমাদের পক্ষে অপরিহার্য।— কবির প্রথম বই 'পদাতিক' বাংলা কাব্যে যুগান্তরের সূচনা করে। পরবর্তী যে কবিতাগুলি তিনি লেখেন, পাঠকেরা স্বভাবতই তার একটি সংকলন পেতে উৎসুক ছিলেন। সেজন্য এ বই প্রকাশার্থে আমরা হাতে নিই।

কিন্তু এই সময়েই কবি গ্রেপ্তার হ'য়ে যান; এবং এখনো পর্যন্ত নিরাপত্তাবন্দী থাকায় বই প্রকাশে এত বিলম্ব এবং ভুলের মাত্রা কিছু বেশী। এজন্যে ছোটখাটো ভুলের পরিবর্তে আমরা শুধু মারাত্মক ভুলগুলিরই শুদ্ধিপত্র দিলাম। 'অগ্নিকোণ' পুস্তিকাটি কবির নির্দেশক্রমে এ বইয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হ'ল। 'দীক্ষিতের গান' সবার শেষে আমাদের হস্তগত হওয়ায় বাধ্য হ'য়ে পেছনে দেয়া হ'য়েছে।

এবারের সমস্ত ভুলত্রুটি পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের ইচ্ছা রইল।

— প্রকাশক

মুখবন্ধ

আছি বেশ, গৃহপালিত জীবনে দিচ্ছে হানা
উপবাসী অপমৃত্যু, তবুও গ্লিপিত আশা—
অনাগত কোন দিনের দু'পাশে মেলেছে ডানা,
তাই নিয়মিত সভায় মিছিলে যাওয়া আসা।
আমাতে বন্ধু পায় হরতালী কারখানা,
চোখে আগ্নেয় বিশ্বাস, গ্রামে জাগছে চাষা,
লড়াই চলছে দূরে দেশে, তবু তার আওয়াজ
শুনছি ভিক্ষা ভাণ্ডে এখানে; লাগে অবাক,
মাঠে নিধিরাম সর্দারদের কুচকাওয়াজ।
দুর্বল স্মৃতি; বীর রসে তাই কাঁপে ব্যারাক,
প্রেত পল্টন, জালিয়ানবাগ প্রয়াগ আজ,
স্বরাজে সেলামী মিলবেঃ প্রভুরা পেটায় ঢাক।
অধুনা সবস ঘুষ জিভে, অহো! বন্ধবাক্।

জুন '৪০

কাব্য-জিজ্ঞাসা

(১)

সেদিনকার শাণিতধার হারিয়েছি
হৃদয়ে শুধু স্মৃতির ভার, ভিড় শুধু
বেড়াই ঘুরে পাড়ায় আপন খুসীমত
লঘু মেঘের মতন তনু মেলে যদি।

জন্মে আর জীবনে আর তৃপ্তি নেই
মরণে মধু-সমাপ্তির ক্ষীণ আশা
সকলি মানি অলীক এই গ্রহ লোকে
ইন্দ্রিয়ের ধাঁধায় বাঁধা শরীর মন,
নিরুদ্দেশে আকাশে বৃথা খুঁজি বাসা
আলোর কোন চিহ্ন নেই চরাচরে
দিনের ভাষা সেতুর শেষে পরপারে
সূর্য গেল,—মুখর ফের পান্থনীড়।

(২)

নিজেই নিজের ছায়ার পাশে
চমকালে কিছে, নিজেকে চিনে
নামাও বলগা পিপাসু ঘাসে,
রুক্ষমাটিতে, মেঘলা দিনে,
শুধুই ধূম ইচ্ছাহীনে
কতকাল মেঘ আকাশে ভাসে ?
তাই বিষণ্ণ তোমাকে দেখে
হঠাৎ পেলাম ইসারা কোন
হালকা স্বভাব হৃদয় থেকে,
হে দিগভ্রান্ত, আজকে শোন
তোমাকে সঁপেছি শরীর মনও
সেদিন চোখের মুকুরে রেখে,
ঘরছাড়া মন তোমার, কবে
চকিতে নিঁখোজ পালাবে মাঠে
—তাই সংকিত হৃদয়, তবে
দয়ালু বিধি ও সংগে হাঁটে।
যদি কিছু কাল যুগলে কাটে
ঘরমুখো মন তবেই হবে,
হে দিগভ্রান্ত, আমি তো বুঝি—
তোমার জটিল হারানো পথে
বাতি যে ধরবো সেটুকু পুঁজি
আলেয়ার নেই। আমার মতে,
এসো আজ এই জটিল পথে
ঠিকানা বদ্‌লে প্রণয় খুঁজি।

ডিসেম্বর ৪০

ভেঙেছে সংসার স্বর্গ ; কন্টকিত স্বপ্নের বিছানা,
পাঠালো নিষ্ঠুর সূর্য গলিত মৃত্যুর পরোয়ানা
আমাদের মোমের টুপিতে।
ক্রমেই সংক্ষিপ্ত হয় আকাশের সুনীল বিবর,
উদার সমুদ্র ডাকে—
ঢেউয়ের ইসারা গিলি অন্ধকার গলির রোয়াকে,
হাতে হ্রস্ব জীবনের জরিপের ফিতে।
ছড়ানো দুঃখের মধ্যে কিছু নিয়ে কাব্যের জগৎ
রচনা করার ইচ্ছা ছিল বটে, ভেঙেছি শপথ—
বৃত্তি আজ একান্ত বিবাদী,
মনে মনে উড্ডীন আকাশে বাসা বাঁধি,
কেবলি নিষ্ফল বাদ্য ছিদ্রময় ঢাকে
পুরাণো অভ্যাস বশে চিরুণীর পণ্ডশ্রম টাকে,
তবুও তোমার কাছে ঋণী
একদা আমার এই একচক্ষু হৃদয়-হরিণী,
তোমার উষ্ণতা দিল বাষ্পময় আমাকে শরীর
উচ্ছল পর্বতগাত্রে, ধর্ম্ম তাই উদ্দাম নদীর
তবুও তুষার চক্রে পিঠে একী জরাগ্রস্ত কুঁজ—
দূরে দেয় হাতছানি সংঘবদ্ধ মাঠের সবুজ,
ছত্রভংগ রৌদ্র হয় ফিকে
উদ্যত সঙীন দিকে দিকে।

আগুন আগুন পাড়ায় আগুন
বাড়ে হুহু
মগজে প্রভূত দম্ভ তবু তো
আহা উঁহু।
মনের মহল দিচ্ছে টহল
মিঠে কুহু
এখনো আগুন পাড়ায় আগুন
বাড়ে হুহু।

ভাঙলো চিবুক-ঠেকানো হাতের নিদ্রা—
বাগানে শুকনো কংকালসার বৃক্ষ,
খিড়কির পথে পালাবে কি কলাবিৎরা ?
—গ্রামে ও নগরে ভিড় করে দুর্ভিক্ষ।
হৃদয় বিহীন সময়ের দুর্বৃত্ত
তোমার আমার মধ্যে দাঁড়ালো আজ যে,
দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নেয় আজ ভীরু চিত্ত
কাপুরুষ ভয় আনবো না মোটে গ্রাহ্যে,
বুঝেছি দগ্ধ জীবনের দৃষ্টান্তে—
প্রাণ বাঁচানোর নেইকো সহজ পন্থা,
বজ্র মুঠিতে শৃংখল হবে ভাঙতে,
আমাদের ফাঁকা ভাঁড়ার প্রেমের হন্তা,
বিদায় ! অলীক স্বপ্নের প্রজাপুঞ্জ !
বিদায় ! চাঁদের নিরুদ্দিষ্ট কুঞ্জ !

(৬)

বাতাস পিঠে চাবুক হানে আকাশ আনে বজ্র
শান্তি কবে ফুঁকেছে শিঙে—বেজায় চিমে কানতো !
সহরে, গ্রামে, নিকটে, দূর নানান সুরে শুনছি—
পেয়েছি তার খানিক রস, খানিক অস্পষ্ট ঃ
"একলা নই, মিলিত হাত আজ আঘাত হানবে।
মুক্তিদাতা মজুর চাষী—নতুন আশা সামনে।
চলো না কবি মিছিলে মিশি—অসৎ ঋষি সঙ্গ
পতনে পথ করেছে ঢালু, গড়েছে বালু সৌধ,
আমরা দেব বোবাকে ধ্বনি, খোঁড়াকে দ্রুত ছন্দ
লক্ষ বুকে রয়েছে খনি, কুঁড়িতে ঢাকা গন্ধ।
আমরা নই প্রলয় ঝড়ে অন্ধ।"

জুলাই '৪২

গ্রাম্য

শুনেছি একদা সোনালি ধানে
আকাশ তপ্ত সূর্য আনে,
বিকালে হালকা হাওয়ার নাচে
হৃদয়ে স্ফূর্তি হয় ছোঁয়াচে।

সম্প্রতি গ্রামে আছি, কোথাও
প্রাণোৎসবের নেই নিশানা
উপবাসী চাষা, ধান উধাও
মহাজনদের পন্থা জানা।

আঁকা বাঁকা পথে দেখছি রোজ
পান্থ জনের লট বহর,
পথে ভিক্ষায় চলেছে ভোজ
চোখে চিত্রিত দূর শহর।

শ্মশানে শ্মশানে হৃদয় বিলানো বৃথা
মাথা সামলানো দায় যে, মিতা
তার চেয়ে এসো ধরি কুঠার
শত্রু পরশ করুক ধার।

ডিসেম্বর '৪০

চিত্রকূট

শতকোটি প্রণামান্তে
হুজুরে নিবেদন এই—
মাপ ক'রবেন খাজনা এ সন
ছিটে ফোঁটাও ধান নেই।

মাঠে মাঠে কপাল ফাটে
দৃষ্টি চলে যতদূর
খাল শুক্‌নো, বিল শুক্‌নো
চোখে নোনা সমুদ্দুর।

হাত পাতবে কার কাছে কে
গাঁয়ে সবার দশা এক
তিন সন্ধ্যে উপোষ দিয়ে
খাচ্ছি ক'দিন বুনোশাক।

পরণে যা আছে তাতে
ঢাকে না কো লজ্জা
ঘটি বাটি বেচেছি সব—
নিজের ব'লতে ছিলো যা।

এ দুর্দ্দিনে পাওনা আদায়
বন্ধ রাখুন, মহারাজ
ভিটেতে হাত দেয় না যেন
পাইক-বরকন্দাজ।

হাজার খানেক প্রজা আছি
আমরা এই মৌজায়
সবাই মিলে ঠিক ক'রেছি
কেমন ক'রে বাঁচা যায়।

পেট জ্বলছে, ক্ষেত জ্বলছে
কে খাজনা গুণবে?
হুজুর, এবার না বাঁচালে
আগুন জ্ব'লে উঠবে।

গ্রামে

সকাল সন্ধ্যা গড়াগড়ি দিই গাছতলাতে
পাথর এ প্রাণ তবুও গলেনা বৃষ্টি, তাতে,
গৃহে গঞ্জনা; প্রকৃতিকে ভালোবাসছি তাই—
ভাবালু বাতাস আদৌ সয়না শহুরে ধাতে;
কাজ মেলেনিকো, গ্রামে বসে কষে তুলছি হাই,
আসে বসন্ত ; অন্তরে দাবদাহের ছাই।

যেখানে ধাঁধার মত অলিগলি টানে জনতা,
কর্মখালির আশাতে হাঁটুর কাটে জড়তা,
যেখানে মিলের গাঁথুনি আকাশে হাত বাড়ায়—
সেখানে ফুরালো গরীব গ্রাম্য জনের কথা।
অশরীরী সাধ ভূতপূর্বই আজো বেড়ায় ;
ঢিমে এ জীবন তড়িৎ গতির চমক চায়।

জমিজমা গেছে ; শেষে বন্ধক থালা-বাসন ;
উপবাসে দেখি একে একে মরে আপনজন।
বাল্যবন্ধু ছিল যারা, গেছে নিরুদ্দেশ—
অখ্যাত স্কুল রাস্তা ঢেকেছে, ঝরে শ্রাবণ,
স্মৃতির জাবর কাটতে একলা আমি এদেশে,
পালাবার পথ বন্ধ ; প্লাবনে যাচ্ছি ভেসে।

সীমান্তের চিঠি

তোমাকে ভুলিনি আমি
তুমি যেন ভুলোনা আমায়।
তোমার সহস্র চোখ
চেয়ে আছে তারায় তারায়।

পর্বত দাঁড়ায় পাশে
অগ্নিবর্ণ বনের সবুজ ;
—এখানে প্রস্তুত আমি,
প্রতিশ্রুত আমার পৌরুষ।

তোমরা অক্লান্ত কর্মী মাঠে মাঠে,
তোমাদের হাতের ফসল
ক্ষুধিত মজ্জায় মেশে—
আমাদের বাড়ায় কদম।
শত্রুর শিবিরে হানি
তোমার হাতের বজ্র।

শৃংখল ভাঙার ডাক দিকে দিকে
এখানে আমার মনে
জ্বলে অনুকম্পাহীন ঘৃণা।
শত্রুর জ্বলন্ত চোখে দেখি
জীবন দক্ষিণা।

এপ্রিল '৪৪

এই আশ্বিনে

পথের দু'দিকে বাসা
বেঁধেছে কঙ্কাল ;
গ্রাম্ করে খাঁ খাঁ —
শোকাচ্ছন্ন পড়ে থাকে
ভগ্নদূত শাঁখা।

রক্তচোষা দিগ্বিজয়ে ফেরে—
বন্দরে বাজায় ডঙ্কা
চরাচর মৃত্যুজালে ঘেরে।
চোখে তার অপূর্বর
অন্ধকার ঢাকা
গায়ে তার শব গন্ধ,
পদতল চিতাভস্মে রাখা।

উপবাস রুক্ষ হাড়ে
শিহরিত বজ্র কাণ পাতে।
উন্মত্ত বন্যায় স্তম্ভ কাঁপে
কটাক্ষের স্খলিত বিদ্যুৎ,
পৃথিবী প্রস্তুত।

দিকে দিকে জয়োদ্ধত
জীবনের উদ্দাম ঘোষণা।
দু'হাতে ছড়ায় সূর্য
প্রাচুর্যের মুঠো মুঠো সোনা।

রোমাঞ্চিত মাঠে মাঠে
ফেটে পড়ে
আশ্বিনের আশ্চর্য সকাল।
পুলকিত অরণ্যের
মন্ত্রমুগ্ধ নীলাক্রান্ত পাখী
নিরুদ্দিষ্ট শূন্যে পাখা মেলে।

অবরুদ্ধ তরুশাখা
চঞ্চল হাওয়ায় মাথা কোটে।
দুরন্ত মনের ইচ্ছা
আরক্তিম ফুল হয়ে ফোটে।

মরাগাঙে কলোচ্ছ্বাসে
নেমে আসে অস্থির জোয়ার।
করাঘাতে খুলে যায়
জীবনের রুদ্ধ সিংহদ্বার।

আগত দিনের স্বপ্ন
সূর্যের ললাটে
আদিগন্ত চষে ফেলা মাঠে
আগন্তুক অঙ্কুরিত পদচিহ্ন আঁকে
অরণ্যের ডালে ডালে
বাজুবন্ধে বেঁধে দেয় পর্ণচূড় রাখী
আলাপে মুখর হয় পাখী।

পরাক্রান্ত শত্রু আছে,
মুখোসের অন্তরালে শানায় সে নখ,
জীবন যাত্রার পথে হানে সে কণ্টক,
পায়ে তার মৃত্যু বাঁধা
লোভ তার বাঁধানো সড়ক।

ক্ষমা নেই—
শোকাকুল সন্ধ্যাকাশে মোছা
এয়োতির আরাধ্য সিঁদুর।
কাঁধে কাঁধ সান্নিধ্যে দাঁড়াও,
হাতে হাতে বজ্র হানো
ভূ-কম্পিত বিস্ফোরণ চাও :
—শৃংখলের কলঙ্ক মোচন।

সেপ্টেম্বর '৪৪

স্বাগত

গ্রাম উঠে গিয়েছে সহরে—
শূণ্যঘর, শূণ্য গোলা,
ধান-বোনা জমি আছে পড়ে।
শুকানো তুলসীর মঞ্চে
নিষ্প্রদীপ অন্ধকার নামে,
আগাছায় ভরেছে উঠোন।
সূর্য পাটে বসেছে কখন।
রাখালের দেখা নেই—
কোথাও গরুর পাল ওড়ায় না ধূলো ;
ঢেঁকিতে ওঠে না পাড়,
একটি কলসীও জল ওঠায় না ঘাটে।
বুনো ঘাসে পথ ঢাকে,
বিনা শাঁখে সন্ধ্যা হয়,
সূর্য বসে পাটে।
তাঁতি তাঁত বোনে নাকো,
কলু আর ঘোরায় না ঘানি ;
কুমোরের ঘরে চাবি,
ঝাঁপ বন্ধ, নিরুদ্দেশ হয়েছে দোকানী,
হাতুড়ি বিকিয়ে হাটে
ভস্ম মেখে পড়ে থাকে বেকার হাপর।
যে পথে কামার গেছে
কে জানে সে পথের খবর ?

শীতের আমেজ আসে ;
জ্বলে না আগুন চণ্ডীমণ্ডপের কোলে।
হাতে হাতে ঘোরে নাকো হুঁকো।
চুলোচুলি হয় নাকো মোঁড়লে মোড়লে।
নিশুতি রাত্রিতে কারো
চৌকি শুনে কুকুর ডাকে না,
দিগন্তের বনস্পতি হাত নাড়ে,
মাঠের সোনালি ধান গুচ্ছ গুচ্ছ বাড়ে।
দু'চোখে প্রতীক্ষা তার,
স্বপ্ন তাকে করাঘাত করে।
ওঠে ডাক শহরে শহরে।
রাস্তার শ্মশানে থেকে মৃতপ্রায় জনস্রোত শোনে
মাঠের ফসল দিন গোণে।
প্রতিজ্ঞা কঠিন হাতে
একে একে তারা সব
চোখের শোকাশ্রু মুছে ভাবে—
ঘরে ঘরে নবান্ন পাঠাবে।
পথে পথে পদশব্দ ওঠে,
আকাশে নক্ষত্র ফোটে ;
নদী করে সম্ভাষণ, পাখী করে গান
মাঠের সম্রাট দেখে মুগ্ধ নেত্রে
ধান আর ধান।

ডিসেম্বর '৪৩

স্বাক্ষর

নির্মেঘ আকাশে এক রক্তাক্ত সমরে
অন্ধকার ধুঁকে ধুঁকে মরে।
এখনো ওঠেনি সূর্য, রুক্ষ কাক ডাকে,
পথের ঘুমন্ত স্রোত ওঠে।
সংগীচ্যুত পড়ে থাকে
জীবন স্পন্দন শূণ্য নিশ্চল শরীর।
চোখে তীব্র অভিযোগ,
ভিক্ষাপাত্রে দুটি হাত স্থির ;
ঠোঁটে তার বিস্ফারিত ক্ষুধিত আত্মার
কঠিন দস্তুর অভিশাপ।

শোকাশ্রু ঝরেনা কারো,
উচ্চারিত হয় না বিলাপ :
পাশে শুধু অট্টহাসে
লোভাতুর জন্তুর ভ্রূকুটি,
বাৎসল্য নিহত, প্রেম পরাভূত—
দম্ভ কুটি কুটি।
ছিন্ন ভিন্ন উদ্বাস্তু সংসার :
মর্মন্তুদ এ দগ্ধ মেদিনী।

মনে হয় চিনি
উৎকর্ণ ফসল বার বার
শুনেছিল ওর পদধ্বনি।

চোখে ওর ছিল এক আগন্তুক দিনের উচ্ছ্বাস্‌!
হাতে ওর ছিল বিশ্ব ঐশ্বর্যের খনি—
বুকে ছিল বিপুল বিশ্বাস,
ওর কাছে ঋণগ্রস্ত আমার ধমনী।
শূণ্য পেটে নেমে আসে
ছায়াচ্ছন্ন নিপুণ শৃংখল,
চেতনা হয়েছে আজ ক্রমেই দুর্বল;
প্রকাশ্য আলোয় দেখি—
দরদীর ছদ্মবেশ ধরে
শত্রুর দালাল,
গোপনে আটক রাখে অন্ধকার ঘরে
লক্ষ মণ চাল;
অন্য হাতে অগ্নিগর্ভ প্ররোচনা।
নির্মেঘ আকাশ; ঐ আসে!
অরক্ষিত রথচক্র,
স্খলিত বজ্রের নীচে
শতাব্দীর শেষপর্ব সর্বনাশে কাঁপে!
হত্যাকারী হাসে!
অস্থির আঙুলে দিন গোণে
পায়ে তার লুণ্ঠিত শ্মশান,

জানি তবু জয়োদ্ধত মুক্তির নিশান,
আন্দোলিত জনস্রোতে প্রবল প্রতাপে
নিজের মুঠিতে আজ নিয়তিকে টানে।
সম্মিলিত হাত তুলে আনে
উন্মুক্ত আলোয় অন্ধ ঘরের ফসল।
দৃঢ় পণ প্রতিরোধে, নিরন্নের ত্রাণে
ছুটে আসে সেবাপ্রাণ বাহু।

মাঠে মাঠে ক্লান্তি নেই,
অসংখ্য লাঙল
নবান্নকে ডাকে।
যদিও সম্মুখে ঝড়,
কণ্টকিত আসে বিপর্যয়
তবু জানি আমাদের জয়,
অমর প্রতিজ্ঞা পত্রে রাখি সেই দিনের স্বাক্ষর।

অক্টোবর '৪৪

আহ্বান

সীমান্তে উদ্যত খড়্গ
নিরস্ত্র দেশের বুকে অগ্নি জ্বালে প্রভুত্বের মদমত্ত বুট।
ঐক্যবদ্ধ জনতার হুংকৃত জোয়ারে
অহংকৃত মুখের চুরুট—
চোখের পলকে ভেসে যাবে।
আমাদের মুষ্টিবদ্ধ হাতের জবাবে
মুক্তির দেয়াল দেবে দৃপ্ত প্রতিরোধ,
দৃষ্টি কালো কুয়াশায় হয়েছে দুর্বোধ—
শতাব্দী সঞ্চিত ঘৃণা খাঁকির পোষাকে, ষ্টিল হেলমেটের গায়
আস্তিন বাগায়।
ঋণগ্রস্ত চাষীদের ঘরে ঘরে দুর্ভিক্ষ জোগালো
বিষম বিক্ষোভ, তাই
লাঙলে কাটেনা মাটি দুবল দুহাতে শ্লথ মুঠি।
বস্তির গলিত প্রান্তে ওঃ'ট হাঁই—
অসহায় জীর্ণ ঘরে উপবাসী মৃত্যুর ভ্রূকুটি।
কোটি কণ্ঠে গান স্তব্ধ; নিরুদ্যম, নিস্তেজ ধমনী—
অবরুদ্ধ ক্ষমতার খনি,
এখনো নিষ্ক্রিয় বসে আছো?
নিদ্রিত বন্ধুকে ডাকো, রক্তে তার জ্বলুক আগুন;
শৃংখলিত সেনাপতি, শূণ্য আজ তূণ।

অক্টোবর '৪২

চলচ্চিত্র

রুল ব্রিটানিয়া :

পার্কে দোঁহে বসেছিলাম ঘাসে
খাঁচার পাখী কাছেই ছিল বাঁধা,
হাওয়াই রথ হঠাৎ দিল হানা।
অগ্নিবাণ ছড়ালো চার পাশে।
প্রভু, সবইতো লীলা তোমার, তাই
আকাশে বুঝি এমন রোশনাই,
বীর হৃদয়, লাগলো তবু ধাঁধা।

নগর রক্ষা :

দেশ রক্ষায় অধুনা মত্ত মন,
ভাঁজি বেপরোয়া হাওয়ায় ভারী মুগুর।
শত্রু কখন আসবে, হে জনগণ,
ভেবে ভেবে ঘুম করছি নামঞ্জুর

নাম রটে গেছে নিধিরাম সর্দার
বাজারে চলতি দেশ সেবার এ হাল
স্বয়ং পুলিশ কর্ত্তা, কেয়ার কার ?
সময় আসলে মিলে যাবে তলোয়ার

কতকাল বল অলীক আশায় মাতি
(সেই সূত্রেই ছেড়েছি চরকা, খাদি)
নগর রক্ষা পাছে স্রেফ হয় মাটি
ঝাড়ুদারদের লড়াইতে বাদ সাধি।

ইতিমধ্যেই মিলেছে কিন্তু লাঠি ॥

গ্রীণরুমে ঃ

বিয়োগান্তক নাট্য। বিদায় সর্দার।
অহিংসার ট্রেডমার্কা অচল এবার।
দেশভক্তি আমাদের সওদাগরী চাল
(সর্বত্র অশান্ত কিন্তু দলবদ্ধ লাল!)
ভারতবর্ষে শান্তি নেই। বাকি সব দেশে
প্রজারাই মরে, বেণে ব্যাঙ্ক ভরে ঠেসে।
কেবল অভাগ্য আমরা। লড়াই পালিয়ে
দিল্লী আর সিমলা করি ভিক্ষাপাত্র নিয়ে।
প্রতীক্ষা বিফল। জানি, যা হবে হবার,
এবার করতেই হবে এস্পার ওস্পার।
বাহবা, যথার্থ স্বচ্ছ তোমার প্রস্তাব –
তবুও প্রভুদের দেখি হাব ভাব,
পুনশ্চ প্রার্থনা এই রাখি, অতঃপর
আমার অহিংস ছাগে দিওনা নজর।

অক্টোবর '৪১

শত্রু

সূর্য অস্ত যায় না এমন রাজ্যে—
(সম্প্রতি বুঝি টলায়মান সে-ভিত্তি !)
প্রয়োপবেশন দৈনন্দিন কাজ যে।

না চেয়ে বরাতে জুটেছে বেকার বৃত্তি
দূরদৃষ্টকে আনি না আদৌ গ্রাহ্যে,
স্মরণে জাবর কাটছে পুরাণো কীর্তি।

চিনেছি শত্রু, রয়েছি প্রভুর পক্ষে
(নতুবা শাসন চলতো ভগ্ন স্বাস্থ্যে)
খাদ্য খাদক কোলাকুলি কবি সখ্যে !

গতিবিধি বাঁধো বেড়াজালে উদয়াস্তে
বাঁচবেই গণতন্ত্র এই যা রক্ষে
যুদ্ধের ধার শুধবে হাতুড়ি কাস্তে,

সাবধান ! যারা চাইবে বক্র হাস্তে।

জানুয়ারী '৪১.

জনযুদ্ধের গান.

বজ্রকণ্ঠে তোল আওয়াজ,
রুখবো দস্যুদলকে আজ.
দেবেনা জাপানী উড়ো জাহাজ
ভারতে ছুঁড়ে স্বরাজ ॥

এদেশ কাড়তে যেই আস্থক,
আমরা সাহসে বেঁধেছি বুক,
তৈরী এখানে কড়া চাবুক,
চলছে কুচকাওয়াজ ॥

একলা তবু তো পাঁচ বছর,
চীনের গেরিলা লড়ছে জোর,
তাইতো শহরে, গ্রামে কবর,
পাচ্ছে জাপ বহর ॥

আমরা নইতো ভীরুর জাত
দেব নাকো হতে দেশ বেহাত,
আজকে না যদি হানি আঘাত
ডুষবে ভাবী সমাজ ॥

নভেম্বর '৪২

প্রতিরোধ প্রতিজ্ঞা আমার

নিষ্ঠুর কালের মুঠি —
ভেঙেছে ঘটনাচক্রে ছত্রপতি মন্ত্রীর ফিকির,
একে একে কুচক্রান্ত, মিউনিকের নিভেছে দেউটি,
ব্যর্থ সব ছদ্ম কলা, কাল সর্প হয়েছে করাল,
অবশেষে রাজ্য-বানচাল।
বাজার বাজায় যুদ্ধ ; (কারণ তারা তো জানতো ;
আঠারো ঘা লাল বাঘা ছুঁলে !)
এদিকে বেড়েছে বৈরী কলির গোকুলে।
শকুনির নখরে নখরে
উন্মত্ত হিংসায় লুব্ধ লালা ঝরে।
ক্রমে তার আত্মঘাতী লোভ
বিপ্লবের রক্তিম ভূ-গোলে
বিস্ফোরক রূপ সজ্জা খোলে।
আকাশে সমুদ্রে, স্থল পথে
ধরো ধরো শোভাযাত্রা উলংগ মৃত্যুর,
অরণ্য পর্বত শোনে রণচণ্ডী সাঁজোয়ার নহবতে আজ
আদিম গুহার সুর।
সারি সারি ট্যাঙ্ক আর চাকার ক্রেংকার, পর্ণচূড় হেলমেটের গায়
উজ্জ্বল সূর্যের আলো জ্যোৎস্নাও ঠিকরায়।
কর্কশ হ্রেষায় ওঠে একদিকে হিংস্র গর্জন —
অপহরণের পেশা নির্বোধ দস্যুর নেশা
চোখে অন্ধকার ঠেকে আপন দেশের গুপ্তধন।
আর এক দিগন্তে জ্বলে ঘৃণার শাণিত প্রতিরোধ—

পদতলে স্খলিত শৃঙ্খল,
ঘরে ঘরে ফসলের নবান্ন উচ্ছল—
সংঘবদ্ধ জীবনের নক্ষত্র খচিত সমারোহ
মুক্তির প্রহরী আজ।
এ হাতে শৃঙ্খল তাঃসহ ;
গেরিলাও লাগায় চমক—
বন্দরে, বাজারে, গোঠে সূচীমুখ বর্শার ফলক।
প্রতিধ্বনি ওঠে দেশে দেশে—
শ্রমিক, কৃষাণ, ছাত্র তরঙ্গিত সৈন্যদলে মেশে ;
ছায়া ফেলে দুষ্টগ্রহ, খনিতে খামারে—
সাম্রাজ্য ছড়াবে।
দিকে দিকে মৃত্যুপণ অঙ্গীকারে বজ্রকণ্ঠে ধ্বনিত আরাবে
শকুনি চক্রের বুক কাঁপে।
অচিরেই ভেঙে যাবে শত্রুর আচ্ছন্ন দেশে কুম্ভকর্ণ ঘুম—
সংঘবদ্ধ জনতার ক্ষিপ্র জাগরণ
ছিঁড়ে দেবে শয়তানের আকাশ কুসুম
হেড্রিকের হত্যাকাণ্ডে সেদিনের দ্বারোদ্‌ঘাটন।
এখানেও তাই আজ প্রতিরোধ প্রতিজ্ঞা আমার,
গড়ে তুলি দুর্জয় প্রাকার ;
সম্মুখ সমরে লাল পল্টনের খুন
মুক্তির পদাঙ্ক রাখে।
আত্মোৎসর্গের সেই পবিত্র আগুন
আমাদের রক্তে এসে লাগে, চট্টগ্রাম জানে তার ভাষা ;
বিশাখা পত্তন জ্বলে! (ভাঙে খাল কেটে বাজীমাতের দুরাশা?)
—ইতিহাস পথ নিলো কুটিল পদ্মার বাঁকে বাঁকে ;
বারুদে জোয়ার লাগে, পীতাঙ্গে গোঁয়ার বাণ ডাকে—
এশিয়ার সূর্য ওঠে দোর্দণ্ড প্রতাপে।
আর্তনাদ করে নীচে অগণিত প্রজাপুঞ্জ ;
লুণ্ঠিত খামার, বন্ধ বাক্যালাপ, ভূলুণ্ঠিত গাছের গোলাপ—

মাঞ্চুরিয়া, কোরিয়ার প্রাণ যায় যায়,
মালয়, বর্মার ভাগ্যে পরাভব ;
বিশ্বাস ঘাতক প্রভু নিয়েছে বিদায়।
জাগ্রত চল্লিশকোটি এখানে তৈয়ার।
ধারালো সঙীন দেবে বিজয়ী স্বাক্ষর
গণশক্তি দিকে দিকে কেটে দেবে মৃত ধনতন্ত্রের কবর।
যে ক্লীব পালাবে তার মুক্তি নেই আর।
দুর্ভিক্ষ বেঁধেছে নীড়, তবু এই দধিচীর হাড়
ধ্বংসের বন্যাকে বাঁধবে, খুলে দেবে মুক্তির দুয়ার—
প্রতিরোধ প্রতিজ্ঞা আমার।

জুন '৪২

চীন

শত্রুপক্ষ হাব মানে।
বিধ্বস্ত চীনের মৃতচিহ্নিত শ্মশানে
ভূমিষ্ঠ নতুন শক্তি। জনতার দুরন্ত প্রতাপ—
বিভক্ত প্রবাহ মেলে;
ছত্রভঙ্গ পরাক্রান্ত জাপ।

গ্রামে গ্রামে
নগরে নগরে
গোলায় খামারে আর বাজারে বন্দরে
অরণ্যে পর্বতে জনবাহিনীর তরঙ্গিত ভিড়
—ওঠে আত্মরক্ষার প্রাচীর।
বজ্রের দাপট কণ্ঠে, বাহুতে পৌরুষ—
স্বপ্নে জাগে ছিন্নপত্র সংসারের ছবি,
চোখে জ্বলে বিপর্যস্ত উত্তমপুরুষ।

শৃংখল দুহাতে দেবে,
—এখনো কোমরবন্ধে রয়েছে কার্তুজ।
কঠিন প্রতিজ্ঞা নেয় মাঠের সবুজ।
অতর্কিত গেরিলার উচ্চকণ্ঠ গানে
শত্রুর হৃৎকম্প জাগে; ভগ্নদূত দুঃসংবাদ আনে:
'ফসলের সূচিমুখে দৃপ্ত বাধা; প্রতিবন্ধ চিম্‌নির হাঁ-মুখ।
অরণ্যের ডালে ডালে বর্ধিত চাবুক।'

হিংস্র পশু মাটি চায়—
এশিয়ার হবে দণ্ডধর ;
হঠকারী আক্রমণ নিষ্ঠুর থাবায়।
সে লুব্ধ দুরাশা ভাঙে ;
চীনের পল্টন আজ দুঃসাহসী খুঁড়েছে কবর।
শরীরে সঙীন ফোটে,
রক্তের ফোয়ারা ছোটে,
আকাশের নিচে ওঠে প্রতিধ্বনি :
'এ দেশ আমার।'
শয়তানের দন্ত ভাঙে ; দিকে দিকে শাসানো তর্জনী।
দুর্জয় প্রাকার।

প্রতিরোধ ! জনস্রোতে বিক্ষুব্ধ টাইফুন ;
হাত তোলে বজ্রমুঠি,
বুকে খনিগর্ভের আগুন।
ইতিহাস প্রতিশ্রুত ; কাঁধে কাঁধ মিলিত জীবনে
ক্রান্তি দিন গোণে।
লুপ্ত আজ গৃহযুদ্ধ, বিভীষণ ব্যর্থ মনে করেছে প্রস্থান
সাবাস সিয়ান।
চিয়াঙের চোখে আজ অখণ্ড চীনের মৃত্যুপণ।

বিপ্লবের রক্তপথে জানি আসে উজ্জ্বল আগামী ;
শয়তান যদিও আনে অনশন, দুঃখের প্লাবন—
হে চীন ! তোমার পাশে আমি।

শত্রুপক্ষ হার মানে
বিজয়ী চীনের মৃতচিহ্নিত শ্মশানে।

সিঙ্গাপুর, রেঙ্গুনের, পথে পথে রক্ত দেয় চীন—
ভূপালে অবাধ আজ পদক্ষেপ সশস্ত্র মুক্তির ;
মৈত্রীর সংকল্প নেয় সুতীক্ষ্ণ সঙীন।
অথর্ব নায়ক হবে গদিচ্যুত—
দ্রুতগতি ইতিহাস,
ক্রমেই কদম তার হয় যে অস্থির॥

জুলাই '৪১

ষ্টালিনগ্রাড

এমন কুরুক্ষেত্র ইতিহাস দেখেনি কখনো;
বসন্ত গলিত পত্র ;
বাতাস বারুদগন্ধ, অন্ধকার বিদ্যুৎ-খচিত ;
রৌদ্রালোকে লেগেছে গ্রহণ ।
ছুটে আসে পঙ্গপাল শত্রুর জোয়ার
ট্যাঙ্ক, মৃত্যুঝলকিত কামান, সওয়ার ।
লুব্ধ চোখ ঝলসায় আগুনে ;
মাথায় স্খলিত বজ্র,
কঙ্কাল পরায় গ্রন্থি পায়ে ।
বিশাল গম্বুজ ভাঙে ;
দেখা দেয় দিগন্তে সবুজ ।
প্রাণতুচ্ছ প্রতিজ্ঞায় লক্ষ লক্ষ রথী
দাঁড়ায় নগর দুর্গে ।
দেশপ্রেম ধমনীতে, বিশ্ববোধ ধ্যানে ;
ক্ষিপ্রগতি পরাক্রান্ত হাতের পরশু ।
ফেরে লুব্ধ পশু ;
মিটেছে রাজ্যের ক্ষুধা ;
প্রাণ তার বিশ্বময় মৃত্যু-আতঙ্কিত,
ষ্টালিনগ্রাডের মাটি রক্তে তার হয়েছে উর্বর ;
তাইত নদীর স্রোতে, অগ্নিদগ্ধ মাঠে
মৃত্যুহীন জীবনের উৎকীর্ণ অক্ষর ।

জুন '৪৩

বর্ষশেষ

সূর্য বসে পাটে।
কঙ্কাল বিক্ষিপ্ত থালে
দ্বারস্থ কবরে ঘর-জ্বালানো শ্মশানে
জনশূণ্য হাটে মাঠে
সীমাহীন নিরুদ্দিষ্ট আলে
পিছনে মূর্চ্ছিত পথ।
সম্মুখে দাঁড়ানো কোন ভবিষ্যৎ,
কোন প্রতিশ্রুতি?
হাতে দুখহরা কোন বিশল্যকরণী?
প্রেম আজ ভুলেছে শপথ
অনাবৃত লজ্জা ঢাকে অন্ধকার শুধু,
স্মৃতি হানে কাঁটার মুকুট;
দ্বিধা হ'তে চেয়েছে ধরণী।
স্থির নিশ্চল জল হারাণো দীঘির
—ভারাক্রান্ত চোখে ঢেউ লাগে।
ভাগ্য আজ হয়েছে বধির।
পথে পথে ভগ্নস্তুপ,
চক্রবৎ ফিরেছে মড়ক।
দুয়ারে দুয়ারে বাঁধা যমদূত
মুহুর্মুহু কড়া যায় নেড়ে
রক্ত-লোভাতুর শিবা গন্ধে গন্ধে ফেরে।
দিশাহীন জীবনের গোলক ধাঁধায়
দুমুঠো অন্নের মোহে
গ্রাম ছুটে চলেছে শহরে।

ভিটা শূণ্য পড়ে,
আকাশের কণ্ঠরোধ করে পদধূলি।
ক্রূর অট্ট হাসি খেলে
সওদাগরী ডিঙায় ডিঙায়।
রাখাল এখন দূর শহরের কুলি।
মাঠে মাঠে ধরেছে ফাটল,
আপন দর্পণে মুখ দেখে রসাতল।
পিছনে পাষাণবৎ অন্ধকার ভাণ্ড
সম্মুখে টলায়মান দেয়ালে দেয়ালে
মুষ্টিবদ্ধ হাতে এসে লাগে।
আগে চলো, আগে—
তরঙ্গে তরঙ্গে বেগ
বজ্র দাঁতে কাটে মেঘ
অরণ্য বাড়ায় বাহু শিলাবৃষ্টি ঝড়ে
কঠিন মাটিতে ক্রুদ্ধ পদশব্দ,
আগে চলো, আগে।
অন্তরীক্ষে গুরু গুরু প্রতিধ্বনি জাগে।
পর্বতের চোখে জাগে সাড়া—
আকণ্ঠ ধূমায় বহ্নি
ঠেলে ওঠে অনর্গল লাভা।
বেত্রাহত অন্ধকার শিহরায় ভয়ে—
আকাশে আকাশে ফোটে আরক্তিম আভা।
লক্ষ কণ্ঠে হুঙ্কারিত জয়ে
অন্ধকার যবনিকা দু'হাতে সরায়।
ওঠে সূর্য দেশে দেশে
রক্ত-পদচিহ্ন তার
দিক থেকে দিগন্তে গড়ায়।

এপ্রিল '৪৫

উজ্জীবন

"আমার প্রশংসায় কাজ নেই—
ধর্ম-অধর্মের অতীত
কার্যকারণ থেকে পৃথক
অতীত অনাগত বর্ত্তমান থেকেও ভিন্ন
যা তুমি জানো
আমাকে বলো।"
—যমের প্রতি নাচিকেতা (কঠোপনিষদ)

যৌবনের পদপ্রান্তে যে কৈশোরের ছিন্নশির উপহার দেয়
বসন্তকে পুড়িয়ে মারে দাউ দাউ দাবাগ্নি শিখায়
যে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায় স্বপ্নের দড়ি নাকে দিয়ে
বঞ্চনার অভিশপ্ত পথে,
পিচগলা প্রচণ্ড রৌদ্রে গলদ্‌ঘর্ম করে
দু'পায়ে শহরে বর্ষার বন্যা ঠেলে ঠেলে
মহল্লা থেকে মহল্লায় যে ছুটিয়ে নিয়ে যায়,
যে তার শত্রুকে ফাঁসীতে না লটকিয়ে
অদৃশ্য উদ্বন্ধনের পাকে পাকে জড়ায় —
পথে পথে কঙ্কাল স্তূপীকৃত করে
বন্দুকের নলে জনসমুদ্রে আগুন ছড়িয়ে
একটি ফুটন্ত কিশোরের স্পর্শাতুর হৃদয়
উত্তেজনায় আর অসহ্য বেদনায় ছিন্ন ভিন্ন ক'রে
একটি কিশোরের আশ্চর্য কণ্ঠের কাকলি স্তব্ধ করে দিয়ে
মাটির বুকে টেনে আনে এক ঝলক রক্ত
তারপর সমস্ত শরীর জুড়ে শাদা কাপড় বিছিয়ে
মৃত্যুর গুণকীর্ত্তন করে—
স্থকান্ত, তোমার সেই আততায়ীকে
পৃথিবীর বুক থেকে মুছে দিয়ে
তোমাকে বাঁচাবো।

জবাব চাই

রক্তের ধার রক্তে শুধবো কসম ভাই
ব্রেথওয়েটের গোয়ালিয়রের জবাব চাই।
লাখো লাখো হাত এক হলে বলো পরোয়া কাকে?
আমাদের দাবী কে রোখে, কে রোখে লাল ঝাণ্ডাকে?

শিকলে বেঁধেছো, হাত দিলে শেষ মুখের গ্রাসে
শয়তান, চাও ভাঙতে কলিজা গুলিতে, গ্যাসে?
পার পাবে নাকো, দেওয়ালে ঘোষণা: শেষ লড়াই
বারুদে লাগালে আগুন যখন, পুড়ে হও ছাই।

দিকে দিকে আজ দুঃশাসনের ভিৎ পড়ো-পড়ো।
যুগসন্ধির মোড়ে মোড়ে ভুখা-নাঙ্গারা জড়ো—
শাণানো কাস্তে, হাতুড়ির মুখে সোজা জিজ্ঞাসা:
দু'শো বছরের রক্ত শুষেও মেটেনি পিপাসা?

বজ্রনিনাদে ঘরে ঘরে আজ পৌঁছায় ডাক,
যেখানে যে আছে ময়দানে সব এক হয়ে যাক।
কড়াপড়া হাতে শিকল ভাঙার শপথ কঠিন
আমাদের হবে কলকারখানা, জায়গা জমি।

রক্তের ধার রক্তে শুধবো কসম ভাই
ব্রেথওয়েটের, গোয়ালিয়রের জবাব চাই।
লাখো লাখো হাত এক হলে বলো পরোয়া কাকে?
আমাদের দাবী কে রোখে? কে রোখে লাল ঝাণ্ডাকে?

জানুয়ারী '৪৬

১৫ই ফের আসবো

জেনো.১৫ই আগষ্ট আবার আসবো।
দেখে নেবো কার বিচার কে করে
কে দেখে দলিল পত্র কার ?
ধৈর্যের বাঁধ ভাঙলো যখন
বন্দীশালার দেয়ালও সকলে ভাঙবো।
১৫ই ফের আসবো।

রোখে ১৫ই আগষ্ট সাধ্যকার ?
আজ ২৪শে জুলাই রুখতে পারলো ?
পথে পথে বান ডাকলো যখন
ছাত্র-যুবক-চাষী মজুরের
কণ্ঠে গর্জে উঠলো —
ছাড়াতেই হবে বন্দীদের।
বজ্রের সেই আওয়াজ রুখতে পারলো ?

যতদিন বীর বন্দীরা জেলে থাকবে—
শান্তি আমরা মানবো না।
মিছিলে সভায়, দেয়ালে দেয়ালে
সকলের দাবী আমরা ধ্বনিত করবো।

লাল অক্ষরে লিখে রাখলাম ১৫ই
কিছুতেই কেউ ভুলবো না।
১৫ই ফের আসবো।

এক আগষ্টে সঙীনের ঘায়ে
বারুদের মত জ্বলেছিলাম।

শহরের পথে গ্রামে ও গঞ্জে
বন্দী শিবির আমরা ভাঙতে চেয়েছিলাম।
এই আগষ্টে আবার আমরা জ্বলবো—
কারায় কারায় লৌহ-শিকল ভাঙবো
বন্ধ তালার চাবি কার হাতে,
কার ঘাড়ে কত মাথা আছে খুঁজে দেখবো
এই আগষ্টে ১৫ই ফের আসবো।

জুলাই '৪৭

ময়দানে চলো

ষ্ট্রাইক ! ষ্ট্রাইক ! যেখানেই থাকি, ময়দানে হবো সকলে সামিল আজকে
ষ্ট্রাইক ! ষ্ট্রাইক ! একবার লাখো হাত এক হোক, দেখে নেব পশুরাজকে।
ষ্ট্রাইক ! ষ্ট্রাইক ! দোকানে কপাট, দপ্তরে চাবি, ট্রাম বাসে চাকা বন্ধ।
ষ্ট্রাইক ! ষ্ট্রাইক ! বিজলীর চোখ গেলে দাও, করো চৌরঙ্গীকে অন্ধ।
ষ্ট্রাইক ! ষ্ট্রাইক ! ডাক্ তার ভাই ! টেলিফোন বোন, ভয় নেই,
পাশে আমরা
ষ্ট্রাইক ! ষ্ট্রাইক ! দুঃশাসনের পাঁজর খুলবো, গা থেকে খসাবো চামড়া।
ষ্ট্রাইক ! ষ্ট্রাইক ! আর সব ডাক বন্ধ, একটি ডাক শুধু চালু থাকবে:
ষ্ট্রাইক ! ষ্ট্রাইক ! আগুনের মুখে একটি জবাব সকলে তৈরী রাখবে।
ষ্ট্রাইক ! ষ্ট্রাইক ! একপাও পিছু হঠবো না কেউ, করুক রক্তারক্তি।
ষ্ট্রাইক ! ষ্ট্রাইক ! পথে পথে আজ মোকাবিলা হোক, কারদিকে কত শক্তি।
ষ্ট্রাইক ! ষ্ট্রাইক ! সাদাকে করবো কালাপানি পার, তবে যুদ্ধের শান্তি।
ষ্ট্রাইক ! ষ্ট্রাইক ! শৃংখলে চিড় ধরে, ভিং টলে, মাথা উঁচু করে ক্রান্তি।

জুলাই '৪৬

স্ফুলিংগ

রুখবে কে আজ চলে বেপরোয়া ক্ষ্যাপা জোয়ার
বদ্ধ মুঠিতে বজ্র তৈরী, মিছিলে হাঁটি।
জমি জমা নেই, উপবাস পেশা, কেয়ার কার?
অগ্নিগর্ভ-ভাষা আমাদের গানের ঘাঁটি।

একা নই, আছে পাথুরে পেশী হাজার
হাতে হাত বাঁধা, চড়াগলা, পায়ে জোর কদম,
দু'চোখে প্রখর সূর্য প্রহার ; ভেঙেছে ভ্রম—
শত্রুর টুঁটি ছিড়বে এবার নখের ধার।

আমরা শহর বানাই, আবাদ করি ফসল
ফলে নেই হাত, উপরি পাওনা পিঠ কুড়োয়।
মুমূর্ষু গ্রাম ; বর্গীর ভয়ে প্রাণ জুড়োয়
পুঞ্জিত ক্রোধ, রক্তে হিংস্র জলে অনল।

ঝড় আসন্ন, আকাশে মেঘের কুচকাওয়াজ,
আজ আমাদের মুঠোর নাগালে শুভ অশুভ ;
পরোয়া করিনে দৈব কে, জানি বিজয় ধ্রুব ;
উঁচু আসমানে ভাসে নিষিদ্ধ কথার ঝাঁঝ।

রুখবে কে আজ ? চলে বেপরোয়া ক্ষ্যাপা জোয়ার
ছুটে আসে যারা বঞ্চিত, কাঁধে কাঁধ মেলায়
হতাশ জীবনে ধরে হাতিয়ার, কেয়ার কার ?
ওঠে আগুনের হলকা, ক্ষিপ্র ছুটে চলার ॥

আগষ্ট '৪২

ঘোষণা

এদেশ আমার গর্ব,
এ মাটি আমার কাছে সোনা।
এখানে মুক্তির লক্ষ্যে হয় মুকুলিত
আমার সহস্র সাধ, সহস্র বাসনা।
এখানে আমার পাশে
হিমাচল,
কন্যা কুমারিকা।
অলঙ্ঘ্য প্রাচীর ঐক্য
প্রতিজ্ঞা পরিখা।

দুর্ভিক্ষ পীড়িত দেশ,
রক্ত চক্ষু রাজার শাসন—
শকুনি বিশ্বস্ত বন্ধু,
মুঠোয় শিথিল সিংহাসন ;
সর্বাঙ্গে চিহ্নিত মৃত্যু
শবের গলিত গন্ধ ছোটে।

প্রজাপুঞ্জ ওঠে ;
আগুন লেগেছে ঘরে,
খরসূর্য মাথার উপরে।
ভাণ্ডারে উধাও খাদ্য,
শূণ্য পেটে চাষবাস চুপ
কারখানায় পড়েছে কুলুপ।
দোকানে দ্বারস্থ অক্ষৌহিণী।

পিছনে করুণ মূর্তি পথের কাহিনী।
গহন অরণ্য আরাকান ;
স্খলিত পায়ের ছন্দে
স্পন্দিত শ্মশান।
সর্বস্বান্ত চোখে পড়ে
বারবার হাতের শৃংখল—
পলাতক প্রাণের সম্বল।

বিড়ম্বিত জীবনে আবার
কুরুক্ষেত্র করাঘাত করে।
পালাবার নেই কোন খিড়কির দুয়ার।
সম্মুখে প্রতীক্ষমান সবুজ প্রান্তরে
শায়িত বল্লম ;
পায়ে পায়ে রুদ্ধগতি বিদ্যুৎ কদম,
ঘুম ভাঙে সম্মিলিত মুঠি ;
অগ্নিবর্ণ চোখের ভ্রূকুটি
মুহূর্তে হারায় দম্ভ,
দর্প তার হয় কুটি কুটি।

গঙ্গার জোয়ারে এসে লাগে
ভল্গার তীরের স্পর্শ
চোখে নব সূর্যোদয় জাগে ;
মুক্তি আজ বীরবাহু
শৃংখল মেনেছে পরাভব ;
দিগন্তে দিগন্তে দেখি
বিস্ফারিত আসন্ন বিপ্লব।

এখানে বিচিত্র স্রোত
মুক্তির একাগ্র লক্ষ্যে আসে ;

আজকের তুরঙ্গ ইতিহাসে
দেশপ্রেম বল্গা ধরে।
পদক্ষেপ কেবলি চঞ্চল।
গ্রামে, গঞ্জে, শহরে বাজারে
দুর্জয় সংকল্প নেয় হাজারে হাজারে।
মৃত্যু-কীর্ণ পথে হই জড়ো ;
নতুন জন্মের ডঙ্কা বাজে,
বেদনায় পৃথ্বি থরো থরো।

এদেশ আমার গর্ব
এমাটি আমার চোখে সোনা।
আমি করি তারি জন্ম বৃত্তান্ত ঘোষণা।

জানুয়ারী '৪৩

অগ্নিকোণ

সিঙ্গাপুরের যে তিনজন শহীদ
বৃটিশের ফাঁসিকাঠে আন্তর্জাতিক
গাইতে গাইতে প্রাণ দিয়েছেন

অগ্নিকোণ

অগ্নিকোণের তল্লাট জুড়ে দুরন্ত ঝড়ে তোলপাড় কালাপানি
খুন হয়ে যায় শাদা শাদা ফেনা
ঘুমভাঙা দলবদ্ধ ঢেউয়ের
ক্ষুরধার তলোয়ারে।

বনেজঙ্গলে ঝটপট করে প্রতিহিংসার পাখা।
কাঁধের জোয়াল ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে
ধনুকের মত বাঁকা পিঠগুলো
টান ক'রে ঘুরে দাঁড়ায়
পেরাকে পেনাঙে টিনের খনিতে
রবারের বনে
মশলার দ্বীপে
সোনাফলা ইরাবতীর দুধারে
উপত্যকায়
বদ্বীপে, নীলকান্ত মণির
ঝিকিমিকি দেশে
শ্যামে, কম্বোজে
আনামী পাহাড়ে
মেকং নদীর বানডাকা জলে
ঘুম-ভেঙে-ওঠা অগ্নিকোণের মানুষ।
রক্তের পাঁকে শত্রুকে পুঁতে
অন্ধকারের বুকে হাঁটু দিয়ে দুহাতে উপড়ে আনে
দুঃশাসনের ভিৎ।

মেঘে মেঘে তারা চকমকি ঠুকে
পথের নিশানা করে।
বজ্রের সুরে বেঁধে নেয় গলা। হাঁকে—

দিন এসে গেছে ভাই রে
রক্তের দামে রক্তের ধার
শুধবার।
দিন এসে গেছে ভাই রে
বিদেশীরাজের প্রাণ-ভোমরাকে
নখে নখে টিপে মারবার।
দিন এসে গেছে
লাঙলের ফালে আগাছা উপড়ে
ফেলবার।
দিন আসে ভাই
কাস্তের মুখে নতুন ফসল
তুলবার।

কুঠিয়াল এক সাহেবের লাশ
শকুনিতে খায় ছিঁড়ে
লুণ্ঠনকারী পচিশটা যুগ
সাম্রাজ্যের নেশাতুর চোখ থেকে।
সে দৃশ্য দেখে—
দেশটাকে ভালবেসে
বাপদাদা যার প্রাণ দিল ফাঁসিকাঠে।
সে দৃশ্য দেখে—
সাদা ছেলে পেটে ধ'রে
যার কচি মেয়ে দিয়েছে গলায় দড়ি।
সে দৃশ্য দেখে—
যার বংশের বাতি

নিভে গেছে মারীমড়কের হাওয়া লেগে।
দেশের মাটিতে গড়াগড়ি যায়
সুলতান, রাজা, রাজড়া, উজির, শিখণ্ডীদের মাথা।

অত্যাচারীর পাড়ায় পাড়ায়
ত্রাহি ত্রাহি হাঁক ওঠে,
দলে দলে ত্রাণকর্তা বিমান
বাতাসে বারুদ ঠেসেঠুসে দিয়ে
কামানের মুখে মৃত্যুর ঝড় তোলে।
দুধের শিশুকে বুকেতে আঁকড়ে ধ'রে
মরে শত শত শহর গাঁয়ের
অগ্নিকোণের মানুষ।
সে আগুনে পথ চেনে
বঞ্চিতদের দিগন্তজোড়া মিছিল।
রক্তে রক্তে ভিজে ওঠে লাল নিশান।
জঙ্গলে জলে পাহাড়ের কোলে
ঝটপট করে প্রতিহিংসার পাখা।
মৃত্যুর ঝড় ঠেলে
অন্ধকারের গলা টিপে ধ'রে
রক্তের নদী উজিয়ে এগোয়
অগ্নিকোণের পোড়খাওয়া যত মানুষ।

ব্যারাকে ব্যারাকে বিদ্রোহী সেনা জাগে।
অস্ত্রাগারের দ্বার খুলে তারা
জনতার পাশে দাঁড়ায়।
লক্ষ লক্ষ পায়ের আওয়াজে
কেঁপে কেঁপে ওঠে মাটি।

ছত্রভঙ্গ দস্যুর দল
আগুনে আগুনে রাজ্য পুড়িয়ে দিয়ে
লেজ তুলে ছোটে জাহাজে আকাশযানে।

লক্ষ লক্ষ হাতে
অন্ধকারকে টু'টুকরো ক'রে
অগ্নিকোণের মানুষ
সূর্যকে ছিঁড়ে আনে।
কোটি কণ্ঠের হুঙ্কারে লাগে
বজ্রের কানে তালা।

পোড়া মাঠে মাঠে বসন্ত ওঠে জেগে।

ঝড় আসছে

ঝড় আসছে, আকাশে মেঘ
চোখ পিট্ পিট্ করে
অগ্নিকোণে দুহাতে কে
মশাল তুলে ধরে।

নদীতে বান, মাটিতে চিড়
শিকলে চাড় লাগে
লক্ষ পায়ের মিছিলে লাল
নিশান চলে আগে।

কিসের যেন ষড়যন্ত্র
বজ্রের ফিস্‌ফাসে
এগিয়ে গিয়ে হাওয়ায় কারা
বারুদ ঠেসে আসে।

দেশে দেশে বেইমানদের
বুক দুর দুর করে
দুয়োরে খিল, ঝাঁপ বন্ধ
বাজারে বন্দরে।

রাস্তা লোকে লোকারণ্য
পরোয়া আজ কাকে
যে দেবে প্রাণ, জীবন দেবে
বরমাল্য তাকে।

ঝড় আসছে, উঠে দাঁড়ায়
যে যেখানে আছে
ডাঙায় বাঘ, জলে কুমীর
যে মারে, সেই বাঁচে।

একটি কবিতার জন্য

একটি কবিতা লেখা হবে। তার জন্যে
আগুনের নীল শিখার মতন আকাশ
রাগে রী-রী করে, সমুদ্রে ডানা ঝাড়ে
দুরন্ত ঝড়, মেঘের ধূম্র জটা
খুলে খুলে পড়ে, বজ্রের হাঁকডাকে
অরণ্যে সাড়া, শিকড়ে শিকড়ে
পতনের ভয় মাথা খুঁড়ে মরে
বিদ্যুৎ ফিরে তাকায়
সে আলোয় সারা তল্লাট জুড়ে
রক্তের লাল দর্পণে মুখ দেখে
ভস্মলোচন।
একটি কবিতা লেখা হয় তার জন্যে।

একটি কবিতা লেখা হবে। তার জন্যে
দেয়ালে দেয়ালে এঁটে দেয় কারা
অনাগত এক দিনের ফতোয়া
মৃত্যু ভয়কে ফাঁসীতে লট্‌কে দিয়ে
মিছিলে এগোয়
আকাশ বাতাস মুখরিত গানে
গর্জনে তার
নখদর্পণে আঁকা
নতুন পৃথিবী, অজস্র সুখ, সীমাহীন ভালবাসা।
একটি কবিতা লেখা হয় তার জন্যে।

মিছিলের মুখ

মিছিলে দেখেছিলাম একটি মুখ
মুষ্টিবদ্ধ একটি শাণিত হাত
আকাশের দিকে নিক্ষিপ্ত ;
বিস্রস্ত কয়েকটি কেশাগ্র
আগুনের শিখার মত হাওয়ায় কম্পমান।
ময়দানে মিশে গেলেও
ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ জনসমুদ্রের ফেনিল চূড়ায়
ফস্‌ফরাসের মত জ্বল্‌জ্বল্‌ করতে থাকল
মিছিলের সেই মুখ।

সভা ভেঙে গেল, ছত্রাকারে ছড়িয়ে পড়ল ভিড়
আর মাটির দিকে নামানো হাতের অরণ্যে
পায়ে পায়ে হারিয়ে গেল
মিছিলের সেই মুখ।
আজও দুবেলা পথে ঘুরি
ভিড় দেখলে দাড়াই
যদি কোথাও খুঁজে পাই মিছিলের সেই মুখ।

কারো বাঁশীর মত নাক ভাল লাগে
কারো হরিণের মত চাহনি নেশা ধরায়
কিন্তু হাত তাদের নামানো মাটির দিকে
ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সমুদ্রে জ্বলে ওঠে না তাদের দৃপ্ত মুখ
ফস্‌ফরাসের মত।
আমাকে উজ্জীবিত করে সমুদ্রের একটি স্বপ্ন
মিছিলের একটি মুখ।

অন্য সব মুখ যখন দুর্মূল্য প্রসাধনের প্রতিযোগিতায়
কুৎসিত বিকৃতিকে চাপার চেষ্টা করে,
পচা শবের দুর্গন্ধ ঢাকার জন্যে
গায়ে সুগন্ধি ঢালে,
তখন অপ্রতিদ্বন্দ্বী সেই মুখ
নিষ্কাষিত তরবারির মত
জেগে উঠে আমাকে জাগায়।

অন্ধকারে হাতে হাতে তাই গুঁজে দিই আমি
নিষিদ্ধ এক ইস্তাহার,
জরাজীর্ণ ইমারতের ভিৎ ধ্বসিয়ে দিতে
ডাক দিই
যাতে উদ্বেলিত মিছিলে একটি মুখ দেহ পায়
আর সমস্ত পৃথিবীর শৃঙ্খলমুক্ত ভালবাসা
দুটি হৃদয়ের সেতুপথে
পারাপার করতে পারে।

রাম রাম

কুকুরের মাংস কুকুরে খায় না।
ল্যাজ নীচু ক'রে
এ ওর দিকে তাকায়—
হুবহু এক,
যেন একজন আরেকজনের আয়না।
রাম রাম—
একটু তেল চাই কামানের চাকায়।

দিয়ে বহাল তবিয়তে থাকলেন নিজাম।
এখন বজ্জাতগুলোকে টিট করা দরকার
চাই খুব জবরদস্ত এক
বন্দুক সরকার
মন্ত্রী হোন জল্লাদ
তারপর দেখা যাক
জমির আস্বাদ
ভোলে কি ভোলে না
অবাধ্য স্বাধীন ছোটলোক তেলেঙ্গানা।

দীক্ষিতের গান

পালাবার পথে ধুলো-ওড়ানোর দঙ্গলে, ভাই
আমিও ছিলাম একজন ; আজ প্রাণপণে তাই
ভীরুতার মুখে লাথি মেরে লাল ঝাণ্ডা ওঠাই।

গা থেকে পাঁকের গলিত গন্ধ ধুয়ে মুছে দাও
স্বপ্ন জড়িত জীবনের দ্বিধা চাবুকে ছোটাও
হাঁটু ছিঁড়ে যাক, দু'পায়ে রক্তকদম ফোটাও।

বিপদ্ তাড়ানো আওয়াজে আজকে হাঁকো হৈ হৈ
ফাঁসিতে দিয়েছি জীবন, মরতে পিছপাও নই
গৃহকলহকে দূরে ঠেলে এসো একজোট হই

চাপা বিদ্যুতে খেলে দুষমণ বজ্রমুষল ;
অভুক্তদের মৃতদেহ ; চোরগুদামে ফসল—
ঝঞ্ঝায় মাথা উঁচু রাখি ; জানি যাত্রা কুশল !

হতাশার কালো চক্রান্তকে ব্যর্থ করার
শপথ আমার ; মৃত্যুর সাথে একটি কড়ার—
আত্মদানের ; স্বপ্ন একটি পৃথিবী গড়ার !

চোরাবালি টানে তাদের মুগ্ধ সমাধির দিকে
ফিরলোনা যারা ; স্মরণে আমার তারা সব ফিকে
শুধু ভুলিনাকো ক্রান্তিকালের সাথী সঙ্গীকে।

প্রতিরোধ চাই ! অগ্নি ফলকে কাটে কুজ্ঝটি
মুক্তিনিশান হাতে নিয়ে ওঠে চল্লিশ কোটি
বীরবিক্রমে দ্বার আগলাবে লক্ষ করোটি ।

পালাবার পথে ধুলো-ওড়ানোর দঙ্গলে, ভাই
আমিও ছিলাম একজন ; আজ প্রাণপণে তাই
ভীরুতার মুখে লাথি মেরে লাল ঝাণ্ডা ওঠাই ।

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	৭	দুবে	দুব
২	১১	ভাষা	ভাঙা
৭	৪	বস	বভস
৭	৬	চাষী	চাষা
৮	১৩	শ্মশানে শশ্মানে	শশ্মানে
৯	১৯	দেয না	না দেয
১৩	১৫	কাঁপে	ফাঁপে
১৫	৬	বিস্ফোরণ	বিস্ফোরণে
১৯	১৭	শেষ পর্ব	দেশ গর্ব
২১	১৪	উটে	উঠে
২২	১৫	তলোয়ার	তরোয়াল
২৩	৭	অশান্ত	সশস্ত্র
২৬	১৮	ক্রেকার	ক্রেংকার
২৭	২৭	দোর্দস্ত প্রতাপে	দোর্দণ্ড প্রতাপ
২৯	১৩	উত্তম পুরুষ	উত্তর পুরুষ
৩৩	৯	দুখহরা	দুঃখহরা
৩৪	১০	হাতে	হাত
৩৬	৫	শেষ	শেষে
৩৬	১৬	জমি	জমিন
৩৯	১১	শান্তি	শান্তি
৪৭	৪	দন	দিন

* 'এই আশ্বিনে' কবিতাটির পঞ্চদশ পংক্তির পর নিম্নোক্ত পংক্তিটি হবে : 'রুষ্ট কৃষ্ণ মেঘে কাঁপে'।

† 'স্ফুলিংগ' কবিতার পঞ্চম পংক্তি এই রকম হবে :

একা নই আছে সঙ্গে পাথুরে পেশি হাজার।